ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে বিদায় গ্রহণ কালে গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের উদ্দেশ্যে নোবেল বিজয়ী প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের চিঠি

মে ১৫, ২০১১

প্রিয় গ্রামীণ ব্যাংকের মালিক ও সম্মানিত সদস্য ঃ

পঁয়ত্রিশ বছর আগে আমার জানা ছিল না আমি কোনদিন একটি ব্যাংক বানাবো, গরীব মানুষকে, বিশেষ করে গরীব মহিলাদের ঋণ দেবো। আর দশজন শিক্ষকের মত আমিও শিক্ষকের কাজ করে যাচ্ছিলাম। কিন্তু জোবরা গ্রাম আমার ভবিষ্যৎ অন্য দিকে নিয়ে গেলো। ঐ গ্রামে মহাজনের উৎপাত দেখে ভাবলাম আমি নিজে ঋণ দিলে তাহলে হয়তো মহাজন আর কোন উৎপাত করতে পারবে না। তাই করলাম। তখনো ভাবিনি এই ধরণের কাজের সঙ্গে স্থায়ীভাবে যুক্ত হয়ে যাবো। জোবরা গ্রামের মহিলাদের সঙ্গে বসে বসে অনেক কথা শিখলাম। অনেক কথা জানলাম। অনেক কিছু করার আগ্রহ জাগলো। আমার ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে মহিলাদের জন্য ছোট ছোট কিছু কাজ করলাম। নিজে জামিনদার হয়ে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে জোবরা গ্রামের গরীব মানুষকে দিলাম। ঋণের সঙ্গে সঞ্চয় কর্মসূচি যোগ করে দিলাম। সঞ্চয় করার সামর্থ্যও তখন মহিলাদের ছিল না। সপ্তাহে চার আনা (পঁচিশ পয়সা) সঞ্চয় দিয়ে এই কর্মসূচি শুরু হয়েছিল। (আর এখন সে সঞ্চয়ের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬ হাজার কোটি টাকা!)।

গরীব মানুষ তখন সবাই নিরক্ষর। মাটিতে কাঠি দিয়ে নাম লেখা শেখানোর উদ্যোগ নিলাম। গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প বানালাম। বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে জোবরার কাজ টাংগাইলে নিয়ে গেলাম। টাংগাইলের গ্রামে গ্রামে জোবরার কাহিনী শোনালাম মহিলাদের। তারাও আগ্রহী হয়ে এগিয়ে আসলো। টাংগাইল থেকে রংপুর, পটুয়াখালী, ঢাকা, রাজশাহীতে সম্প্রসারিত হলো আমাদের কাজ। ক্রমে ক্রমে আপনারাও এসে যোগ দিলেন গ্রামীণ ব্যাংকে।

গ্রামে গ্রামে কর্মশালা করলাম আপনাদের নিয়ে। কর্মশালায় অনেক কাথা শোনালেন আপনারা। জীবনের অনেক দুঃখের কথা। কথা বলতে বলতে চোখের পানি ফেললেন। দুঃখের কথা নিয়ে গান বেঁধে শোনালেন। জীবনের মোড় ঘুরানোর জন্য সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন কী করতে হবে। কর্মশালার সিদ্ধান্তগুলি এক এক করে জমা করতে থাকলাম। সবার কাছে প্রচার করতে থাকলাম। এর থেকে জন্ম হলো "ষোল সিদ্ধান্তের"। সেই "ষোল সিদ্ধান্ত" স্থায়ী হয়ে গেলো গ্রামীণ ব্যাংকে। ছেলের বিয়েতে যৌতুক নেবো না নেবো না, মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দেবো না দেবো না । ছেলেমেয়ের লেখাপড়া, ষোল ক্লাশ পাশ করা। বাড়ীঘরের আশেপাশে, ভরিয়ে দেবে সব্জী চাষে। ঐক্য কর্ম শৃংখলা, এই আমাদের পথচলা। না থাকিলে টিপকল সিদ্ধ করে খাবো জল। ইত্যাদি।

আপনারা গ্রামীণ ব্যাংকে যোগ দিন এটা গ্রামের অনেক মানুষ কিছুতেই হতে দিতে চায়নি। মহিলাদের হাতে টাকা আসুক এটা তারা মেনে নিতে পারেনি। আপনাদেরকে নানা ভয় দেখিয়েছে। তালপট্টি নিয়ে যাবে বলে বলেছে। জনসংখ্যা কমানোর জন্য সমুদ্রে ডুবিয়ে মারার

সরকারি কৌশল বলে ভয় দেখিয়েছে। এটা খ্রীষ্টানদের ব্যাংক বলেছে। এখান থেকে টাকা নিলে খ্রীষ্টান বানিয়ে দেবে বলেছে। পিঠে সীল মেরে দেবে বলেছে। কালো কাপড়ের কাফন দেবে বলেছে। মরে গেলে জানাজা দেবে না বলেছে। এক ঘরে করে দেবে বলেছে। অনেককে সত্যি সত্যি গ্রাম থেকে বেরও করে দিয়েছে।

আপনারা ভয় পাননি। আপনারা একতাবদ্ধ হয়েছিলেন। আপনারা সজোরে বলেছেন "সংসারে উন্নতি আনবোই আনবো"। তাই "গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প" থেকে "গ্রামীণ ব্যাংক" বানাতে পেরেছিলেন। এই ব্যাংকের মালিকানা নিতে পেরেছেন। ক্রমে ক্রমে ষোল সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন। সঞ্চয় বাড়িয়ে বিরাট অংকে পরিণত করতে পেরেছেন। আপনাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠিয়েছেন। তাদের অনেকে এখন উচ্চ শিক্ষা ঋণ নিয়ে ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। অনেকে পড়া শেষ করে ডাক্তারি করছে, প্রফেসর হয়েছে।

আপনারা এখন সমাজে নেতৃত্ব দিতে শিখেছেন। গ্রুপ চেয়ারম্যানের অভিজ্ঞতা নিয়ে কেন্দ্র প্রধান হয়েছেন। কেন্দ্র প্রধানের অভিজ্ঞতা নিয়ে বোর্ড মেম্বার হয়েছেন। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে নির্বাচিত হয়েছেন। উপজেলা নির্বাচনে ভাইস-চেয়ারম্যান হয়েছেন।

২০০৬ সালে জাতির জীবনে একটা বড় খবর আসলো। গ্রামীণ ব্যাংক, অর্থাৎ আপনারা, নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। আপনারা জাতির জন্য একটা মস্ত বড় গৌরব নিয়ে আসলেন। আপনাদের পক্ষ থেকে আপনাদের বোর্ড প্রতিনিধিরা নরওয়ে গিয়ে নোবেল পুরস্কার নিয়ে আসলেন। আপনাদেরই একজন, চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার পীরগাছি গ্রামের মোছাঃ তাসলিমা বেগম আপনাদের পক্ষ থেকে নোবেল পুরস্কার হাতে তুলে নিলেন। জাতির উদ্দেশ্যে টেলিভিশনে ভাষণ দিলেন। যাদেরকে গ্রাম থেকে বের করে দেয়া হচ্ছিলো তারাই জাতির জন্য মহা সম্মানটি বয়ে আনলেন। জাতি আপনাদের নিয়ে গর্ববোধ করলো। জাতির সামনে আপনাদের মাথা উঁচু হলো। এই মাথা আর কখনো নীচু হবে না, এটা সব সময় উঁচু থাকবে। কারো কাছে এই মাথা আর নত হবে না- এই শপথ আপনাদের প্রত্যেকের মনে গাঁথা হয়ে গেছে।

এই ব্যাংকের মালিক আপনারা। আমি যতবারই অবসর নিতে চেয়েছিলাম আপনারা বলেছিলেন আপনাদের পক্ষ থেকে না-বলা পর্যন্ত আমাকে আমার দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে। আমি তাই করে যাচ্ছিলাম। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশে আমাকে এই দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হচ্ছে। আমি ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব থেকে সরে যাচ্ছি, কিন্তু আপনাদের থেকে সরে যাচ্ছি না। গ্রামীণ ব্যাংকের বাইরে থেকেও আমি আপনাদের কাছাকাছি থাকবো।

ঐক্য-কর্ম-শৃংখলার দীক্ষায় আপনারা দীক্ষিত। আপনাদের সন্তানদেরকেও আপনারা এই দীক্ষা দিয়েছেন। আপনারা এই নীতিতে অটল থাকবেন। আপনাদের কেন্দ্রের জন্ম লগ্নে শত চোখ রাঙানী সত্ত্বেও আপনারা ভয় পাননি। আপনারা কেন্দ্র গঠন করেছেন। সংসারে উন্নতি করেছেন। আপনাদের গ্রামে নিজেদেরকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দশ বছর, বিশ বছর ধরে কেন্দ্র চালিয়ে এসেছেন। আপনাদের সন্তানরা লেখাপড়া শিখেছে। গ্রামীণ ব্যাংক আপনাদের

অমূল্য ধন। আপনাদের এই অমূল্য ধন আপনারা অন্য কারো কাছে দিয়ে দেবেন না। যদি কেউ ব্যাংকের মালিকানা নিয়ে নেবার কথা বলে, আপনারা তার প্রতিবাদ করবেন। যদি প্রতিবাদ না-করেন, চুপ করে থাকেন, তাহলে এই ব্যাংক আপনাদের হাত থেকে চলে যাবে।

সামনে কঠিন পরীক্ষা আসছে। সে পরীক্ষায় যাতে সুন্দরভাবে আপনারা পাশ করতে পারেন তার জন্য প্রস্তুতি নিন। এই ব্যাংক রক্ষা করতে পারলে আপনার সন্তান-সন্ততিরা এর উপকার নিশ্চিন্তে ভোগ করতে পারবে। তাদের ভবিষ্যতের জন্য এই ব্যাংকের সুরক্ষা অত্যন্ত জরুরী।

আজ নতুন-পুরনো অনেক কথা বললাম আপনাদের সঙ্গে। অতীতে আপনাদের শক্তির উপর আস্থা রেখেছিলেন বলে আপনারা সফল হয়েছিলেন। ভবিষ্যতেও নিজেদের শক্তির উপর আস্থাবান থাকলে সেরকমভাবে সফল হবেন। গ্রামীণ ব্যাংক ও আপনাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবেই।

আমার জন্য দোয়া করবেন।

আপনাকে ও আপনার পরিবারের সবাইকে সালাম জানাচ্ছি।

আসসালামো আলায়কুম।

আপনারই একান্ত,

(প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস)